1256

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL. 4 1999
পৃঃ ৬ কলাম ১

নারায়ণগঞ্জ আর্ট কলেজের আনন্দ যাত্রা

নারায়ণগঞ্জ চারুকলা ইনস্টিটিউট (আর্ট কলেজ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভুক্তি পাওয়ায় গত সোমবার সকালে কলেজ প্রাঙ্গণ হইতে এক আনন্দ যাত্রা বাহির করা হয়। পরে কলেজ প্রাঙ্গণে এক আলোচনা ও সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, শিল্পী, সমীরণ চৌধুরী, আরিফুর রহমান কামাল, বিপ্লব দাস শ্রাবণ প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য ও স্মৃতিচারণ করেন।

—প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মার্কশিটে ১৩০০ ছাত্রছাত্রী ভর্তি

জালিয়াতিতে বোর্ড-কলেজের কর্মকর্তারাও জড়িত ভর্তি বাতিল ও মামলা দায়েরের নির্দেশ

মানস ঘোষ : এসএসসি পাসের ভুয়া মার্কশিট দাখিল করে দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের ৩৫০টি কলেজে ১৩০০ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হওয়ার চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। ভুয়া মার্কশিটধারীদের শনাক্ত করতে বোর্ডগুলো প্রথমবারের মতো এবার বিশেষ উদ্যোগ নিলে জালিয়াতির এসব ঘটনা ধরা পড়ে। মার্কশিট জালিয়াতিতে একটি সংঘবদ্ধ চক্র জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কলেজ এবং বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশও এই জালিয়াতিতে সংশ্লিষ্ট বলে জানা গেছে। অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি বাতিল এবং এর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বোর্ডের পক্ষ থেকে কলেজগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত বছর থেকে কলেজগুলোতে ভর্তি হওয়ার পর ছাত্রছাত্রীদের জমাকৃত মার্কশিট পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বোর্ডগুলোকে নির্দেশ দেয়। এর ফলেই ১৩০০ ছাত্রছাত্রীর অবৈধ ভর্তি ধরা পড়ে। এসএসসি পরীক্ষার ভুয়া মার্কশিট নিয়ে ঢাকা বোর্ডে ৪০১ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ৬৭৪ জন এবং রাজশাহী ও যশোর বোর্ডে প্রায় ২০০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। চট্টগ্রাম বোর্ডে অবৈধ ভর্তির কোনো তথ্য এখনো জানা যায়নি।

ঢাকা বোর্ডের অধীন কলেজগুলোতে ভুয়া মার্কশীটে ভর্তির ঘটনা ধরা পড়ে ছাত্রছাত্রীদের পূরণ করা রেজিস্ট্রেশন ইনফরমেশন ফরম (আরআইএফ) পরীক্ষা করে। রেজিস্ট্রেশনের আবেদন করার সময় ছাত্রছাত্রীরা এই ফরম পূরণ করে থাকে। ঢাকা বোর্ড ফরমগুলো কম্পিউটারে ইনপুট করার জন্য ধানমণ্ডিতে বোর্ডের কম্পিউটার সেন্টারে পাঠায়। কম্পিউটারে আরএফআই ফরম পরীক্ষা করার সময় ৪০১ জন ছাত্রছাত্রীর অবৈধ ভর্তির তথ্য উদঘাটিত হয়। রাজধানীসহ ঢাকা বোর্ডের অধীন ১৩০টি সরকারি-বেসরকারি কলেজে এ ধরণের অবৈধ ভর্তির ঘটনা ধরা পড়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ ভুয়া মার্কশিটধারীদের ভর্তি বাতিল এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের জন্য কলেজগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে কলেজগুলো থেকে স্ব স্ব থানায় অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের শুরু হয়েছে। লালমাটিয়ার অক্সফোর্ড কলেজ ভুয়া মার্কশিট নিয়ে ভর্তি হওয়া ১৬ জন ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেছে। এ ছাড়াও মামলা করেছে টাঙ্গাইলের করটিয়ার এইচ এম ইনস্টিটিউশন, ভাটারা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কটিয়াদি কলেজ এবং গোপালগঞ্জের এম এ খালেক কলেজ।

ঢাকা বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বেশ কয়েকটি কলেজে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে জমা নেওয়া মার্কশিট পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছেন, বোর্ড থেকে এসব মার্কশিট সরবরাহ করা হয়নি। মার্কশিটগুলোতে কম্পিউটার টাইপের পরিবর্তে ইলেকট্রিক টাইপে ছাত্রছাত্রীদের নামধাম লেখা রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, বাইরের একটি চক্র জাল মার্কশিট তৈরি করে ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রি করেছে। এর সঙ্গে বোর্ডের ভেতরের কেউ কেউ জড়িত থাকতে পারেন বলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সন্দেহ করছেন।

ঢাকা বোর্ডের অধীন যেসব কলেজে অবৈধ ভর্তির ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে রয়েছে : লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, বদরুন্নেসা কলেজ, বিএএফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী কলেজ, নিউমডেল ডিগ্রি কলেজ, তিতুমীর কলেজ, ঢাকা উইমেন্স কলেজ, আইডিয়াল কলেজ, গভ. বাংলা কলেজ, অক্সফোর্ড কলেজ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, তেজগাঁও মহিলা কলেজ, ইস্পাহানী গার্লস কলেজ, ফজলুল হক মহিলা কলেজ, নারায়ণগঞ্জ কলেজ, নারায়ণগঞ্জ মহিলা কলেজ, তোলারাম কলেজ, আর কে চৌধুরী ডিগ্রি কলেজ ইত্যাদি।

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ভুয়া মার্কশিটে ছাত্রছাত্রী

● প্রথম পাতার পর

মার্কশিট পরীক্ষা করে কুমিল্লা বোর্ডের ৬৭৪ জন ছাত্রছাত্রীর অবৈধ ভর্তি শনাক্ত করা হয়েছে। কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান গতকাল টেলিফোনে ভোরের কাগজকে জানিয়েছেন, মার্কশিটগুলো এমনভাবে জাল করা হয়েছে যে সহজে তা শনাক্ত করা সম্ভব ছিল না। এমনকি বোর্ডের মনোগ্রাম সংবলিত রুপোলি রঙের বিশেষ নিরাপত্তা স্টিকারও সূক্ষ্মভাবে জাল করা হয়েছে।

রাজশাহী বোর্ডের সচিব অধ্যাপক নূরুল আলম টেলিফোনে ভোরের কাগজকে জানিয়েছেন, তাদের বোর্ডে ভুয়া ভর্তির সংখ্যা প্রায় ১০০। ৩০-৪০টি কলেজে ভুয়া মার্কশিটধারীদের ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, রাজশাহী বোর্ডে দুইভাবে এই অবৈধ ভর্তি ধরা পড়েছে। ছাত্রছাত্রীদের কলেজে জমা দেওয়া মার্কশিট বোর্ডে এনে কিছু জাল পাওয়া গেছে। কিছু ছাত্রছাত্রীর মার্কশিট কলেজ কর্তৃপক্ষই দেখাতে পারেননি। বোর্ড মনে করছে সার্টিফিকেট জমা না নিয়ে কলেজগুলো অবৈধভাবে এসব ভর্তি করেছে। বোর্ড সচিব জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোর বিরুদ্ধে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, রাজশাহী বোর্ডেই ১৯৯৭ সালে অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া প্রায় ৭ হাজার ছাত্রছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল। পরীক্ষার পর এদের শনাক্ত করা হয়।

যশোর বোর্ডের অধীনে কলেজগুলোতে অবৈধ ভর্তির সংখ্যা প্রায় ১০০ জন। বোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ভুঁইয়া ভোরের কাগজকে জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের ফরম পরীক্ষা করে তারা এদের শনাক্ত করেছেন। বোর্ড এখন এদের মার্কশিট পরীক্ষা করবে। এরপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।